গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

বিষয়: দেশের জনগণকে অধিকতর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সকল প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব জাহিদ মালেক, প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৩১২, ভবন নং-০৩)
সভার তারিখ ও সময়	:	২৩ মে ২০১৮ খ্রিঃ, বেলা ১১:০০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা **পরিশিষ্ট 'ক'** তে সন্নিবেশিত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অতঃপর নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভাপতি উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্য সারা বিশ্বে উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিগত ০১ দশকে স্বাস্থ্যখাতে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। চক্ষু বিজ্ঞান হাসপাতাল, নিউরোসায়েন্স, নিটোর, ইএনটি, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিট প্রভৃতি বিশেষায়িত হাসপাতাল গড়ে উঠেছে। নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। সরকারি হাসপাতালসমূহে সরকার পর্যাপ্ত পরিমান ঔষধ সরবরাহ করছে।

সেবিকাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সেবিকাদের চাকরি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। সাধারন জনগণের নিকট স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিরন্তর চেষ্টা করছেন। স্বাস্থ্য সেবার মান ও গতি আরও বৃদ্ধির জন্য সরকারী হাসপাতালসমূহে কর্মরত চিকিৎসকদের আরও আন্তরিক হতে হবে। উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসকদের অবস্থান করতে হবে। কিভাবে জনগনকে অধিকতর স্বাস্থ্য সেবা দেয়া যায় সে বিষয়ে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলের মতামত আহবান করেন।

পরিচালক চট্টগ্রাম বিভাগ বলেন যে, উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করাই স্বাস্থ্য প্রশাসনের সর্বাপেক্ষা বড় চালেঞ্জ। তিনি বলেন যে, কোনভাবেই কনসালটেন্টগণকে তাদের কর্মস্থলে রাখা যায় না। তিনি আরও বলেন যে, বিগত ১৩ মে ২০১৮ তারিখ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ থেকে উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসকদের উপস্থিতি জুনিয়র কনসালটেন্টদেরকে সংশ্লিস্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তাদের যথাযথ ভাবে মান্য করে চলা ইত্যাদি সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া সত্তেও মাঠ পর্যায়ে কোন প্রভাব পড়েনি। জুনিয়র কনসালটেন্ট ও অন্যান্য চিকিৎসকদের অনুপস্থিতির জন্য বেতন কর্তন করা হলেও উপস্থিতি বৃদ্ধি করা যায় না। জুনিয়র কনসালটেন্টগন হাসপাতালে সেবা প্রদান অপেক্ষা প্রাইভেট প্রাকটিসকেই অধিকতর গুরুত্ব দেন। যেখানে তাদের প্রাকটিস বেশী সেখানেই তারা অবস্থান করেন। নোয়াখালী ও কক্সবাজারে ডাক্তারগন কাজ করেন না বললেই চলে। তিনি আরও বলেন যে, অনেক ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে, তারা বেসরকারী হাসপাতালে নিয়মিত চাকরি করেন। তিনি আরও বলেন যে, চট্টগ্রাম বিভাগের কয়েকটি স্থান, যথাক্রমে চট্টগ্রাম ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল, চাঁদপুর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া ও কুমিল্লায় অধিকাংশ ডাক্তার অবস্থান করেন। অনেক চিকিৎসক মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অনুপস্থিত থাকেন, কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রেরণ করা হলেও মন্ত্রণালয় থেকে ছাড়া পেয়ে যান।

বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চিকিৎসকদের উপজেলা হাসপাতালে উপস্থিতি নিশ্চিত করা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য কঠোর আইনি ব্যবস্থা প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। বিভাগীয় পরিচালকদের মেডিকেল অফিসার (এমও) পর্যন্ত সাময়িক বরখাস্তের ক্ষমতা দেয়া প্রয়োজন বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

Begum

বিভাগীয় পরিচালক, বরিশাল বলেন যে, ঘনঘন চিকিৎসকদের স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন, বায়োমেট্রিক মেশিন ব্যবহারে অনীহা, বায়োমেট্রিক মেশিন না থাকা, বৈদ্যুতিক লোড শেডিং এর কারনে মেশিন সচল না থাকা, সকলের নাগালের মধ্যে সব সময় মেশিন না থাকা, পরিসংখ্যানবিদদের গাফিলতি ইত্যাদি কারনে অনুপস্থিতির হার বেশী দেখান হয়েছে। সকল উপজেলায় বায়োমেট্রিক মেশিন সচল রাখার ব্যবস্থা করা, একাধিক মেশিন স্থাপন এবং বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে সোলার প্যানেল, আইপিএস বা জেনারেটর সরবরাহ করা প্রয়োজন বলে তিনি জোর সুপারিশ করেন।

বিভাগীয় পরিচালক ময়মনসিংহ বলেন যে, শতকরা ৯০ ভাগ উপজেলা স্বাস্থ্য ও-প: প: কর্মকর্তা কর্মস্থলে নিয়মিতভাবে থাকেন না। জুনিয়র কনসালটেন্টদের উপজেলায় কর্মস্থলে ধরে রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা উপজেলায় কর্মস্থলে সার্বক্ষণিক অবস্থান না করার কারনে অন্য চিকিৎসকগণও উপস্থিত থাকেন না। উপজেলায় বসবাসের জন্য বাসা বাড়িগুলি মানসম্মত নয় এবং বিদ্যুৎ-এর বিকল্প কোন এনার্জি না থাকায় বায়োমেট্রিক মেশিনও সচল থাকে না। তিনি আর বলেন যে, উপজেলা পর্যায়ে ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকার কারণে চিকিৎসকগণ উপজেলায় অবস্থানের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। যে কোন ভাবেই হোক চিকিৎসকদের উপজেলায় অবস্থান নিশ্চিত করা একান্ত আবশ্যক বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিভাগীয় পরিচালক রংপুর বলেন যে, মেডিকেল কলেজে অনেক কনসালটেন্ট আছেন যাদের কোন প্রয়োজন নেই। আবার জেলা হাসপাতালসমূহে কর্মরত কনসালটেন্টগণ সপ্তাহে দুইদিন কর্মস্থলে উপস্থিত থাকেন, অবশিষ্ট সময়ে কর্মস্থলের বাহিরে অবস্থান করেন এবং যে দুইদিন কর্মস্থলে অবস্থান করেন সে দুইদিনও পুরো সময় হাসপাতালে কাজ করেন না। জনগনের অর্থে FCPS ডিগ্রী অর্জন করেও সাধারণ রোগিদের প্রতি তাদের কোন মনোযোগ নেই। অনেক ক্ষেত্রে উপজেলা থেকে জেলা সদরে রুগী পাঠালেও মেডিকেল এ্যাসিসট্যান্ট তাদের চিকিৎসা দেয়।

পরিচালক সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বলেন যে Teaching থেকে Treatment আলাদা করলে চিকিৎসার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

সিলেট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বলেন যে, সিলেট মেডিকেল কলেজে দুইজন ডাক্তার আদৌ উপস্থিত থাকেন না। তিনি আরও বলেন যে, এই সকল ডাক্তারদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

সিভিল সার্জন বান্দরবান বলেন যে, ছলে/বলে কৌশলে যে কোন ভাবেই হোক জুনিয়র কনসালটেন্টগণ কোন উপজেলায় অবস্থান করেন না। জুনিয়র কনসালটেন্টগণ তাদের Private practice-এর স্থানে অবস্থান করেন। তিনি আরও বলেন যে, Career Planning ছাড়া কোনভাবেই ডাক্তারদের কর্মস্থলে ধরে রাখা যাবে না।

সিভিল সার্জন বাগেরহাট বলেন যে, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, প্রয়োজনে Legal Enforcement বাড়াতে হবে।

সিভিল সার্জন ময়মনসিংহ বলেন যে, কনসালটেন্টগণ হাসপাতালে যান না এবং হাসপাতালে গেলেও ওয়ার্ডে রাউন্ড দেন না। জুনিয়র কনসালটেন্টগণ বহি: বিভাগে রোগী দেখেন না এবং Referred রোগী ছাড়া রোগী দেখতে চান না। তিনি আরও বলেন যে, জুনিয়র কনসালটেন্টগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সপ্তাহের অধিকাংশ দিনে কর্মস্থলের বাহিরে অবস্থান করেন।

সভায় কুমারখালী উপজেলার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার বলেন যে, তার উপজেলা হাসপাতালে জুনিয়র কনসালটেন্টগণ নিয়মিত অফিসে থাকেন এবং তার সাথে তাদের সম্পর্কও ভাল।

মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলেন যে, প্রতিটি হাসপাতালে যে পরিমান উপস্থিতির কথা বলা হচ্ছে-কর্মস্থলে উপস্থিতি তার চেয়ে অনেক বেশী। কেউ বদলী হলে তার নাম বাদ দেয়া হয় না। তেমনি কেউ নতুন আসলে তার নামও

তাৎক্ষণিকভাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। Biometric Machine অধিকাংশ কার্যকর আছে এবং প্রয়োজনে DG অফিস এ বিষয়ে আরও তৎপর থাকবে।

Begum

সভায় উপস্থিত স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব ফয়েজ আহম্মদ বলেন যে, যারা সরকারী চাকরি করেন তাদেরকে অবশ্যই স্ব স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। একজন চিকিৎসক ও সেবিকাকে অবশ্যই তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে।

সভাপতি মহোদয় বলেন যে, বর্তমান সরকারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ হচ্ছে দেশের সকল অঞ্চলের সকল মানুষের নিকট স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়া। যারা সরকারি চাকরি করছেন সরকারি কোষাগার থেকে বেতন/ভাতাদি গ্রহণ করছেন তাদেরকে সরকারি নিয়মনীতি মেনে চাকরি করতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, কোন পর্যায়ে দায়িত্ব পালনে কোনরুপ শিথিলতা গ্রহণযোগ্য হবে না। অত: পর এই সব বিষয়ে আরও আলোচনা-পর্যালোচনার পর নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্তসমূহ:

১. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে অবশ্যই কর্মস্থলে অবস্থান করতে হবে। সিভিল সার্জন প্রতিদিন তার অধিক্ষেত্রাধীন উপজেলা থেকে-তথ্য সংগ্রহ করে বিভাগীয় পরিচালকের নিকট নিম্ন বর্ণিত ছকে প্রতিবেদন দিবেন:

১	২	৩	৪	৫
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার নাম ও কোড	উপজেলার নাম	কর্মস্থলে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন কিনা?	বিবেচ্য দিনে কোন সময় থেকে কোন সময় পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন	মন্তব্য

নোট: ৩নং কলামে কর্মস্থলে উপস্থিত থাকলে 'হ্যাঁ' এবং কর্মস্থলে উপস্থিত না থাকলে 'না' লিখতে হবে। ৪ নং কলামে তিনি কখন কর্মস্থলে আসেন বা ছিলেন এবং কখন কর্মস্থল ত্যাগ করেছেন তার সময় উল্লেখ করতে হবে।

২. বিভাগীয় পরিচালক, সিভিল সার্জনদের নিকট প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রতি সপ্তাহে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে অনুলিপি প্রেরণ করবেন।

৩. (ক) প্রতিটি উপজেলা হাসপাতালে বাধ্যতামূলকভাবে বায়োমেট্রিক মেশিন স্থাপন করতে হবে। বায়োমেট্রিক মেশিনের নিরাপত্তা ও সকলে সব সময় ব্যবহার করতে পারে এমন স্থানে বায়োমেট্রিক মেশিন স্থাপন করতে হবে।

৩. (খ) নিরবিচ্ছিন্ন এনার্জি সরবরাহের জন্য UHFPO-কে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা পরিষদের সাথে যোগাযোগ করে IPS/ সোলার প্যানেল স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. (গ) প্রতিদিন নিয়মিতভাবে হাসপাতালে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় দুইবার হাজিরা দিতে হবে।

৩. (ঘ) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রতিটি উপজেলায় বায়োমেট্রিক মেশিনের সরবরাহ ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করবেন।

৪. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা প্রতিদিন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডাক্তার ও নার্সদের হাজিরা প্রতিবেদন সিভিল সার্জনের নিকট প্রেরণ করবেন।

৫. ছুটি অনুমোদন ব্যতীত শুধুমাত্র দরখাস্ত রেখে কোনভাবেই কর্মস্থল ত্যাগ করা যাবে না।

৬. শৃঙ্খলা শাখার কার্যক্রম সম্পর্কে আগামী ০১ সপ্তাহের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ছকে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য বলা হলো এবং প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে:

বিবেচ্য মাসের নাম	ব্যক্তিগত শুনানীর সংখ্যা ও ফলাফল		চূড়ান্ত নিষ্পত্তি		মন্তব্য
	মওকুফের সংখ্যা	তদন্তের সংখ্যা	খালাস	শাস্তি	

৭. দেশের সকল হাসপাতাল পরিদর্শন করে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ এবং সেবার মান বৃদ্ধির জন্য নিম্নবর্ণিত ৮টি সেল গঠন করা হয়:

১।	জনাব মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস অতিরিক্ত সচিব (বাজেট অনুবিভাগ)	রংপুর বিভাগ
২।	জনাব ডঃ মোঃ এনামুল হক উপসচিব (বাজেট)	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ কায়েসুজ্জামান উপসচিব (প্রশাসন-৩)	সদস্য
১।	জনাব মোঃ মোশতাক হাসান (এনডিসি) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	ময়মনসিংহ বিভাগ
২।	জনাব হাসান মাহমুদ উপসচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ)	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ আলী আকবর উপসচিব (নির্মাণ)	সদস্য
১।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান অতিরিক্ত সচিব (আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট)	সিলেট বিভাগ
২।	জনাব এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রবা)	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান উপসচিব (বেসরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১/২)	সদস্য
১।	বেগম জাকিয়া সুলতানা যুগ্মসচিব (সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা)	ঢাকা বিভাগ
২।	বেগম রেহানা ইয়াসমিন উপসচিব, (সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১)	সদস্য
৩।	বেগম রোকেয়া খাতুন উপসচিব (নার্সিং সেবা-১)	সদস্য
১।	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন যুগ্মসচিব (পার)	বরিশাল বিভাগ
২।	জনাব আব্দুল ওয়াহাব খান উপসচিব (আইন)	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান চৌধুরী উপসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য-২)	সদস্য
১।	শেখ রফিকুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	খুলনা বিভাগ
২।	সাবিনা আলম উপসচিব (মানব সম্পদ)	সদস্য
৩।	ড.বিলকিস বেগম উপসচিব (প্রশাসন-৪)	সদস্য
১।	জনাব বাবলু কুমার সাহা অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল)	রাজশাহী বিভাগ

Begum

২।	শেখ মুজিবুর রহমান যুগ্মসচিব (প্রশাসন)	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহিল আজম যুগ্মসচিব (বেসরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা)	সদস্য
১।	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান অতিরিক্ত সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য)	চট্রগ্রাম বিভাগ
২।	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান যুগ্মসচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য)	সদস্য
৩।	মইনউদ্দিন আহ্মদ যুগ্মসচিব (পার-১)	সদস্য
৪।	জনাব মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার যুগ্মসচিব (জনস্বাস্থ্য-২)	সদস্য

কর্মপরিধি:

সেলের প্রত্যেক সদস্য দুইমাসে নূন্যতম একবার নিজ নিজ এলাকার হাসপাতাল সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন। একাধিক সদস্যকে একই হাসপাতাল দুই মাসের মধ্যে পরিদর্শন করার প্রয়োজন নেই।

পরিদর্শনকালে হাসপাতাল প্রাঙ্গন, হাসপাতাল ভবনের করিডোর, ওটি, ওয়ার্ড, শৌচাগার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন আছে কিনা তা লক্ষ্য করবেন। যদি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকে তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে নিজে উপস্থিত থেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা নেবেন এবং যাদের দায়িত্বহীনতার কারণে অপরিচ্ছন্নতার সৃষ্টি হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দিবেন।

হাসপাতালের X-ray machine সহ সকল যন্ত্রপাতি সচল আছে কি-না তা যাচাই করবেন। যদি কোনরুপ মেরামত/সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট সেল নিজেদের উদ্যোগে নিমিউ এর সাথে যোগাযোগ করবেন এবং যে দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ/পত্রালাপ করার প্রয়োজন হয় সে সব দপ্তর/সংস্থার সাথে যোগাযোগ করবেন এবং এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রতিবেদন দিবেন।

অনুরুপভাবে Biometric machine ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করবেন। হাসপাতালে কর্মরত সকল চিকিৎসক-দিনে দুইবার অর্থাৎ হাসপাতালে আগমন ও প্রস্থানের সময় হাজিরা দেন কি-না তা যাচাই করবেন। মেশিন নষ্ট/বিকল থাকলে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে মেশিন সচল করার ব্যবস্থা করবেন। একই সাথে যার দায়িত্বহীনতার কারণে মেশিন নষ্ট/অকার্যকর তার বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দিবেন। হাসপাতালে চিকিৎসক ও সেবিকা অনুপস্থিত থাকলে তার সঠিক কারণ যাচাই করবেন এবং এ বিষয়ে প্রশাসন শাখায় প্রতিবেদন দিবেন। পরিদর্শনকালে হাসপাতালের সার্বিক কর্মপরিবেশ ও সেবার মান ও পরিমান সম্পর্কে মন্তব্য করতে হবে।

হাসপাতালে সরবরাহকৃত ঔষধ যথাযথভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিনা তাও যাচাই করতে হবে এবং ঔষধের ষ্টক রেজিষ্টার ও বিতরণ রেজিষ্টার মিলিয়ে দেখতে হবে। তাছাড়া অত্র কর্মপরিধির বাইরে যদি পরিদর্শনকালে উল্লেখ্য কোন বিষয় গোচরিভূত হলে তা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তার অধিদপ্তরে অনুরুপ কমিটি গঠন করবেন এবং হাসপাতালসমূহ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবেন।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত: ২৮.০৮.২০১৮
জাহিদ মালেক এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং- ৪৫.০০.০০০০.১৪১.০৫.০০৯.১৭-১৩৪

তারিখঃ ১৮ ভাদ্র ১৪২৪ / ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮

সভার সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণের অনুরোধসহ:

কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৩. যুগ্মসচিব (পার/প্রশাসন/সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা/বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
৪. পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ঢাকা, রাজশাহী, চট্রগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট, রংপুর, বরিশাল, খুলনা)।
৫. অধ্যক্ষ, মেডিকেল কলেজ (ঢাকা, রাজশাহী, চট্রগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট, রংপুর, বরিশাল, খুলনা)।
৬. পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতি নিশ্চিত করণের অনুরোধসহ)।
৭. পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৮. বিভাগীয় পরিচালক, স্বাস্থ্য (ঢাকা, রাজশাহী, চট্রগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট, রংপুর, বরিশাল, খুলনা)।
৯. সিভিল সার্জন (ঢাকা, ফরিদপুর, সুনামগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠী, বান্দরবান, ময়মনসিংহ, জামালপুর, নওগাঁ, জয়পুরহাট, মেহেরপুর, রংপুর, লালমনিরহাট জেলা)।
১০. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, (সৈয়দপুর, নীলফামারী/ রুয়াংছড়ি, বান্দরবান/শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ/হাইমচর, চাঁদপুর/তারাগঞ্জ, রংপুর/রামগঞ্জ, লক্ষীপুর/আগৈলঝাড়া, বরিশাল/কুমারখালী, কুষ্টিয়া)।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫. সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাপকম, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

BBegum
০৩/০৯/২০১৮

(ড. বিলকিস বেগম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল-monitor@mohfw.gov.bd